যায়যায়দিন

তারিখ ..22 SEP 2008...
পৃষ্ঠা .. ১৬ ..কলাম... ৪...

ভর্তি পরীক্ষা বাতিল কি উচ্চ শিক্ষার অন্তরায় নয়

াবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল লেজ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব চ্চতর স্নাতক শ্রেণীর ভর্তি পরীক্ষা ২০১০ ল থেকে বাদ দেয়ার যে পরিকল্পনা নেয়া চ্ছে, শিক্ষাব্যবস্থার জন্য তা কতোটুকু রকারি বা ক্ষতিকর এখনই ভেবে দেখতে বে সংশ্লিষ্ট মহলকে।

অনেক অভিভাবকই এটাকে চ্চশিক্ষায় প্রকৃত মেধাবী শিক্ষার্থীদের ন্য একটি অনাকাঙ্ক্ষিত বাধা হিসেবে খেছেন। একজন মেধাবী শিক্ষার্থী কোনো ারণে, যদি জিপিএ-৫ না পায়, তাহলে ার উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন সেখানেই ভেঙে য়তে বাধ্য। কারণ যে হারে এ পাসের ংখ্যা বৃদ্ধির জোয়ার দেখা যাচ্ছে, তাতে এ াস পাওয়া ছাত্রটিরই ভালো বিশ্ববিদ্যালয় মেডিক্যালে পড়ার আকাঙ্ক্ষার মৃত্যু টতে পারে। সেখানে এ প্লাস না পাওয়া ত্রের তো তা কল্পনারও অতীত।

এইচএসসি পরীক্ষার পর রেজাল্টের ন্য প্রায় তিন মাস অপেক্ষার প্রহর গুনতে য়। এরপর আবার ভর্তি পরীক্ষা শুরু হতে ায় তিন থেকে চার মাস অথবা পাঁচ/ছয় াসও লেগে যায়। এ সময়টা যদি থাকে র্তি প্রস্তুতির জন্য, তাহলে যে কোনো ত্রই বিশেষ করে যাদের জিপিএ অন্তত দশমিক ৫-এর ওপর থাকবে, তারা ালো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির শেষ সুযোগ সেবে প্রাণপণ পড়ালেখা করবে। আর টাই বাস্তবতা। এইচএসসি ফাইনাল রীক্ষার জন্য যতোটুকু সিরিয়াস থাকে, কজন ছাত্রকে স্নাতক শ্রেণীতে ভর্তির ন্য এর চেয়েও বেশি সিরিয়াস হয়ে ড়াশোনা করতে দেখা যায়। ছাত্ররা চ্চশিক্ষার জন্য ভর্তি প্রস্তুতির ভেতর য়ে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক অনেক কিছু ানতে পারে, শিখতে পারে। আমাদের আঠারো মাসে বছর সিস্টেমের ভর্তি ক্রিয়া, তাতে নয়-দশ মাস মূল্যবান সময় কারণ ব্যয়ের চেয়ে মেধার পরিচয়ের যোগ দেয়া কী ভালো নয়? কর্তৃপক্ষ এ দিকটি বিবেচনায় আনতে পারেন।

কয়েক মাস আগে উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তি প্রক্রিয়ায় যে ঝড় বয়ে গেল তা সবার জানা। একজন ছাত্র জিপিএ-৫ পাওয়ার পরও বয়স কম থাকায় বয়সে বেশি এমন একজন সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে, যা হাস্যকর। এবার আবার অনার্স পর্যায়ে বয়স ও গ্রেডভিত্তিক ভর্তির আয়োজন করে কোন হাসির পাত্র হতে চলেছে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা মহলটি?

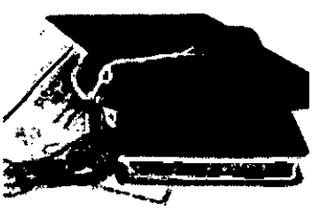

ভর্তি পরীক্ষাহীন ভর্তি সিস্টেম কোচিং ব্যবসার রমরমা অবস্থা বন্ধের আয়োজনকে আশার গুড়ে বালির মতোই মনে হচ্ছে। কারণ কোচিং ব্যবসার বলয় ভাঙবে না। বর্তমান ভর্তি প্রক্রিয়া বাতিল

করে নতুন যে প্রক্রিয়াই চালু হোক না কেন, অন্তত মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা না করে পারবে না প্রতিষ্ঠানগুলো। এক্ষেত্রে ওইসব কোচিং সেন্টার অবশ্যই ফর্মেট পরিবর্তন করে কনসালটেশন ফার্ম বা কিভাবে মৌখিক পরীক্ষায় ভালো করবে নামক চটকদার প্রক্রিয়া চালু করবে। আসন সংখ্যা সীমিত হওয়ায় ছাত্ররা তখন সেদিকেও ঝুঁকে যেতে বাধ্য।

কোচিংয়ের রমরমা ব্যবস্থা ভালো লাগছে না কারোরই। কিন্তু কোচিং সেন্টারগুলো বন্ধের দিকে না গিয়ে সরকার যে কর খাচ্ছে, তাতে কোচিং খাতের বৈধতা আরো মজবুত হচ্ছে।

কোচিং সেন্টারগুলো বন্ধের আ বাস্তবায়ন না করে কর খাওয়া চালু কোচিং বাণিজ্য ছাত্রদের পিছু করবেই।

সরকার ও শিক্ষা কমিশনগু আরো শিক্ষা সচেতন কার্যক্রমে আসা উচিত। যে ছাত্রটি এ প্লাস নিশ্চয়ই সরকার তার জন্য প্রয়ে পরিবেশ, আর্থিক সাহায্য এবং শিক্ষকের ব্যবস্থা করতে পারেনি। করে গ্রামের শিক্ষাব্যবস্থা যাে ধরনের। ভর্তি প্রক্রিয়ার দিকে খেয় করে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক লে ভালো শিক্ষক, শিক্ষার প্রয়ো উপকরণ ও ছাত্রদের বেশি বেশি বৃত্তির ব্যবস্থার দিকে খেয়াল ক ভালো করবে সরকার।

বাংলাদেশে এইচএসসি পাস লক্ষাধিক ছাত্র উচ্চশিক্ষার জন্য পাচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজগু প্রয়োজনীয় আসন সংখ্যা বাড় উদ্যোগ নেয়া এখনই দরকার।

ভর্তি পরীক্ষায় মেধার পরিচয় ভর্তি হতে চাইছে সব ছাত্র। কোনো বয়সভিত্তিক ভর্তির মহাফাঁপরে চায় না।

ভর্তি পরীক্ষা না থাকলে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, কর্মকর্তাদের যে একাদশে বৃহস্পতি দেখা পাবে না বললেই চলে। তখন সেখানে আরেক ভর্তি বাণিজ্য। মোটা অঙ্কের চলার আশঙ্কা উড়িয়ে দেয়া যায় ধরনের কাজে পূর্ণ অভিজ্ঞতা আমাদের কম নয়।

হাস্যকর বয়সভিত্তিক মেধার মূ বা অন্য কোনো আজগুবি ব্যবস্থা প্রকৃত পরিশ্রমী ছাত্রদের উচ্চ অন্তরায় হওয়া উচিত হবে না সরব সংশ্লিষ্ট মহলের।

এম আ
ঢাকা বিশ্ববি